কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

রেজিঃ নং-ডি এ ১৩ ❑ বর্ষ ঃ ৪৭ ❑ মে-জুন ❑ ২০১৪ খ্রি. ❑ ১৮ বৈশাখ-১৬ আষাঢ় ❑ ১৪২১ বঙ্গাব্দ ❑ পৃষ্ঠা ২০

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন

কৃষি সমাচার
বিএডিসি বার্তা

সম্পাদকীয়

বৃক্ষ মানুষের সবচেয়ে উপকারী বন্ধু। বৃক্ষ শুধু প্রাকৃতিক শোভা বর্ধনই করে না প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় ও প্রতিনিয়ত ভূমিকা রাখছে। খাদ্য, ঔষধ, কাঠ এবং অক্সিজেন সবই আমরা বৃক্ষ থেকে পাই। মানব জাতির অস্তিত্ব রক্ষায় তাই বৃক্ষ রোপণ খুবই প্রয়োজন। গত ৫ জুন থেকে মাসব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়ে গেল জাতীয় বৃক্ষ রোপণ অভিযান ও বৃক্ষ মেলা ২০১৪। এবারের মেলার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল,"অধিক বৃক্ষ, অধিক সমৃদ্ধ।" বৃক্ষ মেলার পাশাপাশি গত ১৬ জুন থেকে ৩০ জুন ২০১৪ আ.কা.মু গিয়াস উদ্দিন মিলকী অডিটোরিয়াম চত্বরে শুরু হয় ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ এবং ১৬-১৮ জুন জাতীয় ফল প্রদর্শনী। এবারের ফল প্রদর্শনীর প্রতিপাদ্য ছিল " দেশি ফলের অনেক গুণ, নেইকো জুড়ি তার। স্বাদে অর্থে তুলনাহীন, পুষ্টি কিংবা আহার"। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) বৃক্ষ মেলা ও জাতীয় ফল প্রদর্শনীতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে। মেলায় বিএডিসি স্থাপিত স্টল গুলোতে উন্নত জাতের সকল প্রকার ফলজ, বনজ, ও ঔষধি গাছের চারা/কলম সুলভ মূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য দেশের আয়তনের কমপক্ষে ২৫ ভাগ বনভূমি থাকা প্রয়োজন। বসতবাড়ি, স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল, রাস্তার পাশেসহ অব্যবহৃত সকল জমিতে আমাদের গাছ লাগানো প্রয়োজন। আসুন সকলে মিলে প্রত্যেকেই অন্তত ১টি করে বনজ, ফলদ ও ঔষধি গাছের চারা/কলম রোপণ করি।

[illegible]

[illegible]

ভেতরের পাতায়.........................

ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ ও জাতীয় ফল প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত ০৩
লবণ পানির অনুপ্রবেশ বিষয়ে সেমিনার ০৪
সেচ কাজে ভূপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ ০৯
চীনের বেইজিং I W H R কর্পোরেশন এর সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত ১১
পূর্বাঞ্চলীয় সমন্বিত সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি ১২
প্রশিক্ষণের গুরুত্ব ও বিএডিসিতে এর মূল্যায়ন ১৩
শ্রাবণ-ভাদ্র মাসের কৃষি ১৬

যারা যোগায় ক্ষুধার অন্ন আমরা আছি তাদের জন্য

তত্ত্বাবধানে ঃ জনসংযোগ কর্মকর্তা- তাহমিনা বেগম, সম্পাদক- মোঃ তোফায়েল আহমদ, ফটোগ্রাফি- মোঃ আব্দুল মজেদ, মুদ্রণে- প্রিন্টোলাইন

ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ ও জাতীয় ফল প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত

জাতীয় ফল প্রদর্শনীতে বিএডিসি'র স্টল পরিদর্শন করছেন মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম এমপি, মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি, কৃষি সচিব ড. এস এম নাজমুল ইসলাম, বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার এনডিসি ও বিএডিসি'র ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

বাংলাদেশের জলবায়ু সারা বছরই ফল উৎপাদনের জন্য উপযোগী। সারা বছরই আমরা কোননা কোন ফল উৎপাদন করতে পারি। আগেকার দিনে প্রতিটি বাড়িতে ফলের গাছ থাকত। কাঁঠাল হচ্ছে তার মধ্যে অন্যতম। কাঁঠালে সব ধরনের পুষ্টি গুণ আছে। আমাদের দেশে জমি কমলেও ধান বাড়ছে, বেশি ফল বাড়ছে। ফল আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। তাই আমাদের ফলের উৎপাদন বাড়াতে হবে।

গত ১৬ জুন, ২০১৪ তারিখ রাজধানীর ফার্মগেটে খামার বাড়ির আ.কা.মু গিয়াস উদ্দিন মিলকী অডিটোরিয়ামে ফলদবৃক্ষ রোপণ পক্ষ ২০১৪ ও জাতীয় ফল প্রদর্শনী এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি, এসব কথা বলেন। তিনি গবেষকদের উদ্দেশ্য করে বলেন, আপনারা বেশি ফলের জাতগুলো নষ্ট করবেন না। নতুন নতুন জাত উদ্ভাবনের পাশাপাশি দেশি ফলের জাতগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। বেশি পণ্য কিনে আমরা ধন্য। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম এমপি। অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. এস এম নাজমুল ইসলামের সভাপতিত্বে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যানতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. এম মোফাজ্জল হোসেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মোঃ আবু হানিফ মিয়া। সম্মানিত অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. মোঃ কামাল উদ্দিন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার এনডিসি, বিএডিসি'র ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, কৃষি মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ১৬-৩০ জুন ২০১৪ ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ ও ১৬-১৮ জুন জাতীয় ফল প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। সকালে ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ ২০১৪ উপলক্ষে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজা হতে আ.কা.মু গিয়াস উদ্দিন মিলকী অডিটোরিয়াম চত্বর পর্যন্ত একটি র‍্যালির আয়োজন করা হয়। র‍্যালি শেষে ফিতা কেটে ফল প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম এমপি ও মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি। এ সময় মন্ত্রীদ্বয়, কৃষি সচিব ও বিএডিসি'র চেয়ারম্যান কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ আ.কা.মু গিয়াস উদ্দিন মিলকী অডিটোরিয়াম চত্বর কার্পেটে আয়োজিত জাতীয় ফল প্রদর্শনীতে বিএডিসি'র স্টল পরিদর্শন করেন। এছাড়াও অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি স্টল সমূহও ঘুরে দেখেন।

উল্লেখ্য, জাতীয় ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ ২০১৪ এর এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "দেশি ফলের অনেক গুণ, নেইকো জুড়ি তার। স্বাদে অর্থে তুলনাহীন, পুষ্টি কিংবা আহার।" জাতীয় ফল প্রদর্শনীতে বিএডিসি'র স্টল দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করে।

(বাকী অংশ ০৫ এর পাতায়)

জাতীয় বৃক্ষমেলা ২০১৪ বিএডিসি'র স্টলের ১ম পুরস্কার অর্জন

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) জাতীয় বৃক্ষমেলা ২০১৪ এ অংশগ্রহণকারী স্টলসমূহের মধ্য হতে সরকারি ও আধাসরকারি স্টল ক্যাটাগরিতে সেরা স্টল বিজয়ী নির্বাচনে ১ম স্থান অধিকার করেছে। গত ০৫ জুলাই বন ও পরিবেশ অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে বৃক্ষমেলা'র সমাপনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী জনাব আব্দুল্লাহ আল ইসলাম জেকব এমপি এর কাছ থেকে বিএডিসি'র পক্ষে পুরস্কার গ্রহণ করেন সংস্থার মহাব্যবস্থাপক (উদ্যান) জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম।

লবণ পানির অনুপ্রবেশ বিষয়ে সেমিনার

সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার এনডিসি

ভূগর্ভে লবণ পানির অনুপ্রবেশ পর্যবেক্ষণ ও ডাটাবেজের মাধ্যমে ফসল আবাদ কর্মসূচির আওতায় ২৮ জুন, ২০১৪ খ্রিঃ বিএডিসি'র সম্মেলন কক্ষে এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "Trend of Underground Saline Water Intrusion", বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার এনডিসি সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে ক্ষুদ্রসেচ উইং এর সদস্য পরিচালক জনাব মোঃ জাওহার আলী এবং সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মোঃ মাহফুজুল হক উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রণালয় ও প্লানিং কমিশন, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, জিওহাইড্রোলজিক্যাল সার্ভে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং বিএডিসি'র বিভিন্ন পর্যায়ের প্রাক্তন ও বর্তমানে কর্মরত কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থেকে গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ক্ষুদ্রসেচ বিভাগের প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ খলিলুর রহমান। কর্মসূচি পরিচালক জনাব মোঃ লুৎফর রহমান সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। দেশের দক্ষিণাঞ্চলে ২৩টি জেলায় ভূগর্ভে লবণ পানির অনুপ্রবেশ এর কারণে বিশেষ করে শুষ্ক মৌসুমে ফসল আবাদ করা সম্ভব হচ্ছে না। দু'টি কর্মসূচির মাধ্যমে ২০০৯-১০ অর্থ বছর হতে বিভিন্ন স্থানে পর্যবেক্ষণ নলকূপ স্থাপন করে প্রতি ১০ ফুট অন্তর অন্তর গভীরতা হতে ভূগর্ভে পানিতে লবণ পানির ঘনত্বের ডাটা সংগ্রহ করে তা বিশ্লেষণপূর্বক 3D-DEM map প্রণয়ন করে বিএডিসি'র মাধ্যমে এর গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করা হচ্ছে। এ কার্যক্রমের ওপর বিশেষজ্ঞগণ বিএডিসি'র এ উদ্যোগকে স্বাগত জানান। মাত্র ৫ বছরের ডাটা নিয়ে ভূগর্ভে লবণ পানির অনুপ্রবেশের মত জটিল বিষয়ে মতামত প্রদান করা সঠিক হবে না বলে বিশেষজ্ঞগণ মন্তব্য করেন। তাঁরা বিএডিসি'র এ কার্যক্রমকে ভবিষ্যতে চালিয়ে যাওয়ার বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানান।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কর্মসূচি পরিচালক মোঃ লুৎফর রহমান

দশমিনায় বিএডিসি'র বীজ গবেষণা প্রশিক্ষণের উদ্বোধন

গত ১৬ মে ২০১৪ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চলের (বরিশাল ও পটুয়াখালী) দশমিনা উপজেলার চর বাঁশবাড়িয়ার বীজ বর্ধন খামার মিলনায়তনে ৫ দিন ব্যাপী বীজ গবেষণা প্রশিক্ষণ উদ্বোধন করা হয়েছে। বীজ গবেষণা প্রশিক্ষণ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিএডিসি'র বীজ বর্ধন খামারের উপপরিচালক জনাব মোঃ সাজেদুর রহমানের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ শাখাওয়াত হোসেন।

সংকলিত : দৈনিক ইত্তেফাক
১৭/০৫/২০১৪

বিদেশে বাংলাদেশি বীজের চাহিদা বেড়ে চলেছে

বিএডিসি'র সেমিনারে বক্তারা

বিদেশে বাংলাদেশে উৎপাদিত বীজের চাহিদা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। আর রপ্তানির তালিকায় শীর্ষে রয়েছে আলু বীজ। গত ২৭ জুন কিশোরগঞ্জের হর্ষোদল সার কমপ্লেক্সে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক আয়োজিত "বেসরকারি পর্যায় বীজ শিল্প উন্নয়নে বিএডিসি'র ভূমিকা" শীর্ষক সেমিনারে বক্তারা এ কথা বলেন। বিএডিসি'র বেসরকারি পর্যায়ে বীজ উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্যোগে এ সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন সংস্থার সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মো: মোফাজ্জল হোসেন এনডিসি। বিএডিসি'র বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ বিভাগের অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক আব্দুল্লাহ আল কাফীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রকল্প পরিচালক এ এইচ এম নুরুল আলম। সেমিনারে প্রবন্ধের উপর আলোচনা করেন মহাব্যবস্থাপক (বীজ) জনাব মো: আজিজুল হক, অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক জনাব মো: হারুন অর রশিদ পাটোয়ারী, অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক জনাব মো: বদিউর রহমান, প্রকল্প পরিচালক (বীউ) জনাব আশুতোষ লাহিড়ী প্রমুখ। সেমিনারে বিএডিসি'র বিভিন্ন পর্যায় কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

চলতি মৌসুমে উৎপাদিত মুগ, চিনাবাদাম, সয়াবিন ও তিল বীজের সংগ্রহমূল্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক ১২ জুন ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তক্রমে ২০১৩-১৪ উৎপাদন বছরে রবি ও খরিফ ১ মৌসুমে উৎপাদিত মুগ, চিনাবাদাম, সয়াবিন ও তিল বীজের সংগ্রহ মূল্য নিম্নোক্তভাবে নির্ধারণ করা হয়েছেঃ

ক্রমিক নং	বীজের নাম	বীজের সংগ্রহ মূল্য (টাকা/কেজি)	
		ভিত্তি	মান ঘোষিত
১।	মুগ	৭১.০০ (একাত্তর টাকা)	৬৯.০০ (ঊনসত্তর টাকা)
২।	সয়াবিন	৫৫.০০ (পঞ্চান্ন টাকা)	৫৩.০০ (তিপ্পান্ন টাকা)
৩।	চিনাবাদাম	৬৬.০০ (ছেষট্টি টাকা)	৬৪.০০ (চৌষট্টি টাকা)
৪।	তিল	৫৭.০০ (সাতান্ন টাকা)	৫৫.০০ (পঞ্চান্ন টাকা)

বোরো ধান বীজের সংগ্রহমূল্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক ১২ জুন ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তক্রমে ২০১৩-১৪ উৎপাদন বছরে উৎপাদিত বিভিন্ন শ্রেণি ও জাতের বোরো ধান বীজের সংগ্রহ মূল্য নিম্নোক্তভাবে নির্ধারণ করা হয়েছেঃ

ক্রঃ নং	বীজের জাত	বীজের শ্রেণি	সংগ্রহ মূল্য (টাকা/কেজি)
১	ব্রিধান-৫০(সুগন্ধি)	ভিত্তি	৩৭.০০ (সাঁইত্রিশ)
		প্রত্যায়িত/মানঘোষিত	৩৫.০০ (পঁয়ত্রিশ)
২	অন্যান্য সকল জাত	ভিত্তি	৩১.০০ (একত্রিশ)
		প্রত্যায়িত/মানঘোষিত	২৯.০০ (ঊনত্রিশ)

ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ ও জাতীয় ফল প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত

(০৫ এর পাতার পর)

মেলায় বিএডিসি'র স্টলে বাংলাদেশে জন্মানো বিভিন্ন দেশি ফলের গুণাগুণসহ একটি তথ্যবহুল ট্রাইভ শো প্রদর্শন করা হয়। সেখানে প্রায় ৫৫ রকম দেশি ফলের পুষ্টিগুণ ও প্রতিষ্ঠান তুলে ধরা হয়। এছাড়াও মেলায় প্রায় ৬০-৬৫ ধরনের বিভিন্ন জাতের দেশি ও বিদেশি ফল প্রদর্শিত হয়। তন্মধ্যে ১৭-১৮ ধরনের আম যেমনঃ রংপুরের বিখ্যাত হাড়িভাঙ্গা আম, ঠাকুরগাঁও এর সূর্যপুরী ও আমেরিকান পালমার ছিল মেলার অন্যতম আকর্ষণ। অন্যান্য দেশি ফলের মধ্যে পেঁয়ারা, লিচু, ডেওয়া, লটকন, সফেদা, দেশি গাব, বিলেতি গাব, আমড়া, ও নারকেলি লেবুসহ আরও অনেক ফল প্রদর্শিত হয়। বিদেশি ফলের মধ্যে অ্যাভোকেডো, রাম্বুটান, আঙ্গুর পেয়ারা, ড্রাগন ফল ইত্যাদি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

পদোন্নতি

চিকিৎসক, চিকিৎসা কেন্দ্র, বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকায় কর্মরত ডাঃ আফরোজা খানমকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক প্রধান চিকিৎসক, চিকিৎসা কেন্দ্র, বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকায় পদস্থ/স্থানাপন্ন করা হয়েছে।

চলতি মৌসুমে অঞ্চলওয়ারী শীম বীজ বিতরণ কর্মসূচি

স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত ২০১৪-১৫ মৌসুমে বিতরণ যোগ্য ৩৩৮২ কেজি বিভিন্ন জাতের শীম বীজ চাষী পর্যায়ে বিতরণের জন্য সংরক্ষিত আছে। তার মধ্যে ভিত্তি ১৮০৯ কেজি ও মানসম্পন্ন ১৫৭৩ কেজি। চলতি মৌসুমে বিতরণের জন্য অঞ্চলওয়ারী একটি বিতরণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। জাতওয়ারী গুণাবলী এবং বিভিন্ন অঞ্চলে আমাদের উপযুক্ততা অতীতের বীজ বিতরণের গতিধারা, বিভিন্ন অঞ্চলে বীজের চাহিদা ও বীজের মজুদ এবং প্রাপ্যতার উপর গুরুত্ব দিয়ে এ কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে।

ক্রঃ নং	অঞ্চলের নাম	পরিমাণ: মেঃ টন
১	ঢাকা	১৩২,০০০
২	ময়মনসিংহ	১১০,০০০
৩	জামালপুর	১১০,০০০
৪	কিশোরগঞ্জ	১২০,০০০
৫	টাঙ্গাইল	১০.০০০
৬	ফরিদপুর	২৩০.০০০
৭	চট্টগ্রাম	৪০,০০০
৮	নোয়াখালী	১১০.০০০
৯	কুমিল্লা	৩৩০.০০০
১০	সিলেট	২২০,০০০
১১	রাজশাহী	১২০,০০০
১২	পাবনা	৮০,০০০
১৩	বগুড়া	২২০,০০০
১৪	রংপুর	২৪০,০০০
১৫	দিনাজপুর	১৭০.০০০
১৬	খুলনা	১৩০.০০০
১৭	যশোর	১২০.০০০
১৮	কুষ্টিয়া	৪০০.০০০
১৯	বরিশাল	১৭০.০০০
২০	পটুয়াখালী	৮০.০০০
	মোটঃ-	৩৩৮২,০০০

বগুড়ায় বিএডিসি'র ধান,গম,ভুট্টা বীজ উৎপাদন কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর ধান, গম ও ভুট্টার উন্নততর বীজ উৎপাদন প্রকল্পের উদ্যোগে প্রকল্পের বগুড়া কেন্দ্র "প্রকল্পের কার্যক্রম পর্যালোচনা ও ভবিষ্যৎ করণীয় " শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপনা (বীপস) জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল কাফির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহাব্যবস্থাপক (বীজ) জনাব মোঃ আজিজুল হক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহাব্যবস্থাপক (উদ্যান) জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম ও অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (কঃমোঃ) জনাব মোঃ হারুন অর রশিদ পাটওয়ারী। এছাড়া রাজশাহী অঞ্চলের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও বগুড়া জেলার সব কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় প্রকল্প পরিচালক (বীজ) জনাব আশুতোষ লাহিড়ী প্রকল্পের কার্যক্রম ও অগ্রগতি এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার ওপর প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন।

সংকলিত : দৈনিক সংবাদ
২৫/০৬/২০১৪

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বিএডিসি'র গভীর নলকূপ স্থাপন কর্মসূচি

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) সেচের মাধ্যমে চাষাবাদ করার লক্ষ্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ১৮ টি গভীর নলকূপ স্থাপন করছে। ইতোমধ্যেই ১১টি নলকূপের বসন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট নলকূপ গুলোর বসন কাজ দ্রুত সময়ের মধ্যেই শেষ হবে। নলকূপ গুলোর মধ্যে রয়েছে বিজয়নগর উপজেলায় ১৩ টি, নবীনগর উপজেলায় ৪ টি, নাসির নগর উপজেলায় ২ টি, সরাইল উপজেলায় ১ টি ও সদর উপজেলায় ১ টি প্রতিটি নলকূপের পাম্প হাউজ ও ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মান করা হবে।

সংকলিত : দৈনিক ইত্তেফাক
১৫/০৫/২০১৪

কুমিল্লা-চাঁদপুর- ব্রাহ্মণবাড়িয়া বিএডিসি কল্যাণ সমিতির কমিটি গঠিত

গত ২৬ এপ্রিল শেরে বাংলা নগরস্থ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের অডিটোরিয়ামে কুমিল্লা-চাঁদপুর - ব্রাহ্মণবাড়িয়া বিএডিসি কল্যাণ সমিতির ৩৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। খামার বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ আব্দুর রাজ্জাককে সভাপতি ও ডল ও তৈল বীজ বিভাগের সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা মোঃ এনায়েত উল্লা ঢালীকে সাধারণ সম্পাদক করে ২ বছর মেয়াদি কমিটি গঠিত হয়েছে।

মেধাবী মুখ

মমিনুল হক নিরব

মহনুল হক নিরব ২০১৪ সালের এসএসসি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডের অধীনে এ.কে হাইস্কুল থেকে বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ-৫ (এ প্লাস) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে নিরব বিএডিসি'র সবজী বীজ বিভাগের সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও সিবিএ'র প্রচার সম্পাদক জনাব মোঃ শামসুল হকের পুত্র। ভবিষ্যতে সে ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়। সে সকলের দোয়া প্রার্থী।

শেখ নাহরুমা শহনাজ (তুলি)

শেখ নাহরুমা শহনাজ (তুলি) ২০১৪ সালের এসএসসি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডের অধীনে মাদারটেক আব্দুল আজিজ হাই স্কুল এন্ড কলেজ থেকে বানিজ্য বিভাগে জিপিএ-৫ (এ প্লাস) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। তুলি বিএডিসি'র সার ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা জনাব শেখ আবদুল গফুরের কনিষ্ঠ কন্যা। সে সকলের দোয়া প্রার্থী।

শোক সংবাদ

* সহকারী প্রকৌশলী (সওক) এর কার্যালয়, বিএডিসি, বরিশাল জোনে কর্মরত হ্যামারম্যান জনাব মোঃ হারুন অর রশীদ গত ৩০/০৪/২০১৪ তারিখে হৃদয়যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি.....রাজিউন।)

* সহকারী প্রকোশলী (নির্মাণ), বিএডিসি, কুমিল্লা জোনের বিপরীতে কুমিল্লা (নির্মান) রিজিয়নে প্রেষণে ন্যাস্তকৃত (পিআরএল ভোগরত) মেকানিক জনাব মোঃ মমিনুল হক গত ৩০/০৫/২০১৪ তারিখে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি.....রাজিউন)।

* যুগ্মপরিচালক (সার) এর কার্যালয়, ১৬ নং গ্রীন রোড, ঢাকা দপ্তরে কর্মরত দারোয়ান জনাব মোঃ আবুল বাসর গত ২১/০৫/২০১৪ তারিখে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি.....রাজিউন)

* যুগ্মপরিচালক (পাট বীজ), বিএডিসি, পশ্চিমাঞ্চল, যশোর দপ্তরের অফিস সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক (পি আর এল ভোগরত) জনাব বাবু গোপাল চন্দ্র ঘোষাল গত ৩১/০৫/২০১৪ তারিখে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরন করেন।

* সহকারী প্রকোশলী (ক্ষুদ্রসেচ/ডালিসেপ) এর কার্যালয়, বিএডিসি, ময়মনসিংহ জোনে কর্মরত দারোয়ান জনাব মোঃ সুলতান উদ্দিন গত ০৭/০৪/২০১৪ তারিখে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি.....রাজিউন)

শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন সবজি বীজের সংগ্রহ মূল্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক ০৫-০৫-২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তক্রমে ২০১৩-১৪ মৌসুমে উৎপাদিত ও সংগৃহীত শীতকালীন সবজি বীজ, গ্রীষ্মকালীন সবজি বীজ, পেঁয়াজ বীজ ও পেঁয়াজ বাল্ব বীজ এর সংগ্রহ মূল্য এবং হাইব্রিড সবজি বীজের সংগ্রহ ও বিক্রয়মূল্য নিম্নোক্ত ভাবে নির্ধারণ করা হয়েছেঃ

(ক) শীতকালীন সবজি বীজঃ

ক্রমিক নং	বীজের নাম	২০১৩-১৪ সালের জন্য নির্ধারিত সংগ্রহ মূল্য (টাকা/কেজি)	
		ভিত্তি	মানসম্পন্ন
১	টমেটো(রতন)	১১৩০/- (এক হাজার একশত ত্রিশ টাকা)	১০৫০/- (এক হাজার পঞ্চাশ টাকা)
২	টমেটো(পুষ্পাকলি)	১১০০/- (এক হাজার একশত টাকা)	১০০০/- (এক হাজার টাকা)
৩	বেগুন	৫৫০/- (পাঁচশত পঞ্চাশ টাকা)	৫০০/- (পাঁচশত টাকা)
৪	মূলা (তাসাকিসান)	১৫৫/- (একশত পঞ্চান্ন টাকা)	১৩৫/- (একশত পঁয়ত্রিশ টাকা)
৫	পালং শাক	৭৫/- (পঁচাত্তর টাকা)	৭০/- (সত্তর টাকা)
৬	লালশাক (আলতাপাটি)	১৬৫/- (একশত পঁয়ষট্টি টাকা)	১৬০/- (একশত ষাট টাকা)
	বারি-১	১৫০/- (একশত পঞ্চাশ টাকা)	১৩৫/- (একশত পঁয়ত্রিশ টাকা)
৭	দেশি শীম	১৩০/- (একশত ত্রিশ টাকা)	১২০/- (একশত বিশ টাকা)
৮	মটর শুটি	৯০/- (নব্বই টাকা)	-
৯	ঝুপড়ি শীম	১২৫/- (একশত পঁচিশ টাকা)	-
১০	লাউ	৩০০/- (তিনশত টাকা)	২৮০/- (দুইশত আশি টাকা)
১১	পুইশাক	২৫০/- (দুইশত পঞ্চাশ টাকা)	২৩০/- (দুইশত ত্রিশ টাকা)

(খ) গ্রীষ্মকালীন সবজি বীজঃ

ক্রমিক নং	বীজের নাম	২০১৩-১৪ সালের জন্য নির্ধারিত সংগ্রহ মূল্য (টাকা/কেজি)	
		ভিত্তি	মানসম্পন্ন
১	মিষ্টি কুমড়া	৪০০/- (চারশত টাকা)	৩৮০/- (তিনশত আশি টাকা)
২	শশা	৪৫০/- (চারশত পঞ্চাশ টাকা)	-
৩	করলা	৭৮০/- (সাতশত আশি টাকা)	৭৩০/- (সাতশত ত্রিশ টাকা)
৪	বরবটি	১৬৫/- (একশত পঁয়ষট্টি টাকা)	১৫০/- (একশত পঞ্চাশ টাকা)
৫	ডাঁটা (বাশপাতা)	১৮০/- (একশত আশি টাকা)	-
৬	ডাঁটা (জুলী)	১৮০/- (একশত আশি টাকা)	১৬০/- (একশত ষাট টাকা)
৭	ডাঁটা (বারি-১)	১৫০/- (একশত পঞ্চাশ টাকা)	-
৮	কলমিশাক	১০০/- (একশত টাকা)	৯০/- (নব্বই টাকা)
৯	ঢেঁড়স (বারি-১)	১৩০/- (একশত ত্রিশ টাকা)	১২০/- (একশত বিশ টাকা)
১০	চালকুমড়া	৩৫০/- (তিনশত পঞ্চাশ টাকা)	-
১১	চিচিংগা	৪৫০/- (চারশত পঞ্চাশ টাকা)	৪২০/- (চারশত বিশ টাকা)
১২	ঝিংগা	৪৯০/- (চারশত নব্বই টাকা)	-

(গ) পেঁয়াজ বীজ ও পেঁয়াজ বাল্ব বীজ ঃ

ক্রঃনং	বীজের নাম ও জাত	বীজের শ্রেণি	২০১৩-১৪ সালের জন্য নির্ধারিত সংগ্রহ মূল্য (টাকা/কেজি)
১	পেঁয়াজ বীজ (বারি-১/তাহেরপুরী)	মানসম্পন্ন	৮৫০/- (আটশত পঞ্চাশ টাকা)
২	পেঁয়াজ বাল্ব বীজ (বারি-১)	মানসম্পন্ন	৪২/- (বিয়াল্লিশ টাকা)

(ঘ) হাইব্রিড সবজি বীজ ঃ

ক্রঃনং	বীজের নাম	২০১৩-১৪ সালের জন্য নির্ধারিত সংগ্রহ মূল্য (টাকা/কেজি)	২০১৩-১৪ সালের জন্য নির্ধারিত সংগ্রহ মূল্য (টাকা/কেজি)
১	বারি হাইব্রিড টমেটো	২০০০০/- (বিশ হাজার টাকা)	২২০০০/- (বাইশ হাজার টাকা)
২	বারি হাইব্রিড বেগুন	৮৫০০/- (আট হাজার পাঁচশত টাকা)	৯১০০/- (নয় হাজার একশত টাকা)

চরে সবজি চাষে বদলে গেছে চাষির জীবনধারা

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগর উপজেলার পোড়াকান্দা চরে সবজি চাষ করে কৃষকরা জীবনধারা বদলে ফেলেছেন। এ চরে গোল আলু, মিষ্টিআলু, বেগুন, মিষ্টি কুমড়া, কচু, মুলা, টমেটো, মরিচ, বাদাম, পেঁয়াজ ও রসুনসহ বিভিন্ন ধরণের শাক-সবজির আবাদ হচ্ছে। ফাঁকে ফাঁকে ধান চাষ করা হয়েছে। মাত্র দু'বছর আগেও পুরো চর অনাবাদি থাকত। সেখানে কোনো ধরণের ফসল ফলত না। এজন্য স্থানীয় লোকজন এ চরের নাম দেয় পোড়াকান্দা চর। মাত্র দু'বছরের ব্যবধানে চরের চিত্র বদলে গেছে। পোড়াকান্দা চরে এখন সবুজের সমারোহ। নাসিরনগর উপজেলার গোয়ালনগর ইউনিয়নের সোনাতলা গ্রামের একটি চরের নাম পোড়াকান্দা। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের বিশেষ পদ্ধতির সেচব্যবস্থা সোনাতলার মানুষের জীবনধারা পাল্টে দিয়েছে। ২০১৩ সালের জানুয়ারি মাসে বিএডিসি পোড়াকান্দা ৫ কিউসেক সেচ স্কিম নামের একটি প্রকল্প চালু করে। লংগদ নদী থেকে প্রায় কোয়ার্টার কিলোমিটার দূরে মাটি খুড়ে চরে সেচের ব্যবস্থা করা হয়। এতে করে পোড়াকান্দা চরের দৃশ্যপট পাল্টে যায়। চরের কোনো জমি এখন আর অনাবাদি থাকে না। চরের বাসিন্দা কৃষক আব্দুন নূর জানান, এ চরে দু'বছর আগেও চাষাবাদ হতো না। কিন্তু এখন সেচ সুবিধা থাকায় চরের চিত্র বদলে গেছে। গ্রামবাসীর চাষাবাদের সুযোগ হয়েছে। চরে চাষ করা সবজি স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে সরাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, আশুগঞ্জ, কিশোরগঞ্জের ভৈরব, ফুলিয়ারচর, আষ্টগ্রাম, ইটনা, মিঠামইনসহ রাজধানী ঢাকায় বিক্রি হচ্ছে। সবজি বিক্রি করে সোনাতলার মানুষের জীবনধারা বদলে গেছে। জমির মালিক ও কৃষকরা সচ্ছল হচ্ছেন। কচু চাষি রফিকুল ইসলাম জানান, এ বছর চরে কচু ভালো হয়েছে। এক কানি (বিঘা) জমিতে ৩ হাজার পিস কচু হয়েছে। কৃষক হুমায়ুন মিয়া জানান, বালু মাটিতে ভালো বেগুন হয়েছে। এর স্বাদও আলাদা। তিনি বেগুন বিক্রি করে লাভবান হয়েছেন। কৃষক সফর আলী জানান, যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো থাকলে চাষিরা আরো লাভবান হতেন।

কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয়ের তথ্যানুযায়ী, গ্রামের ২৭০টি কৃষক পরিবার সবজি চাষ করে পুরো চরের দৃশ্যপট পাল্টে দিয়েছে। সবজি চাষ করে গ্রামের সবাই এখন স্বাবলম্বী। চরে ধান ছাড়াও গোল আলু, মিষ্টি আলু, বেগুন, মিষ্টি কুমড়া, কচু, মুলা, টমেটো, মরিচ, বাদাম, পেয়াজ ও রসুনসহ বিভিন্ন সবজির চাষ হচ্ছে। চলতি মৌসুমে ৪৫ বিঘা জমিতে প্রায় ৬ লাখ ৭৫ হাজার টাকার গোল আলু, ৩০ বিঘা জমিতে ৫ লাখ ৪০ হাজার টাকার মিষ্টি আলু, ৩৩ বিঘা জমিতে ৪ লাখ ৮০ হাজার টাকার মিষ্টি কুমড়া, ১১৫ বিঘা জমিতে ৫ লাখ টাকার বেগুন টমেটো ও মুলা এবং ১৫ বিঘা জমিতে লক্ষাধিক টাকার মরিচ হয়েছে। সবজি আবাদ করে কৃষকেরা প্রতি বিঘা জমিতে ২০-২৫ হাজার টাকা লাভ করেছেন। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মাসুদ হোসেন জানান, চরের প্রায় সাড়ে ৭শ বিঘা জমিতে সারাবছর সবজি আবাদ করা হচ্ছে। অথচ সেচের সুবিধা না থাকায় দু'বছর আগেও পুরো চর অনাবাদি পড়ে থাকত এখন রবিশস্যের আবাদ করে কৃষকরা চরের দৃশ্যপট বদলে দিয়েছেন। সবজি বিক্রি করে বর্তমানে সোনাতলার মানুষের জীবন ধারা পাল্টে গেছে। নাসিরনগরের প্রত্যন্ত গ্রামটি 'সবজির গ্রাম' হিসেবে পরিচিত হচ্ছে। চরের সবজি এলাকায় চাহিদা মিটিয়ে কিশোরগঞ্জের কয়েকটি উপজেলাসহ রাজধানী ঢাকায় যাচ্ছে। তিনি জানান, নৌযোগাযোগই তাদের একমাত্র ভরসা। যোগাযোগ ব্যবস্থা আরো জোরদার হলে কৃষকরা বেশি লাভবান হতেন।

সংকলিতঃ দৈনিক যায়যায় দিন
১৫/০৫/২০১৪

পেয়াজ বীজের সংগ্রহ মূল্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক ১২ জুন ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তক্রমে ২০১৩-১৪ মৌসুমে উৎপাদিত পেঁয়াজ বীজ এর সংগ্রহ মূল্য নিম্নোক্তভাবে পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছেঃ

ক্রমিক নং	বীজের নাম ও জাত	বীজের শ্রেণি	পুনঃনির্ধারিত সংগ্রহ মূল্য (টাকা/কেজি)
১	পেঁয়াজ বীজ-বারি-১/তাহেরপুরী	মানঘোষিত	১৫০০/- (এক হাজার পাঁচশত টাকা)

সেচ কাজে ভূপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ

-সেমিনারে বক্তারা

"ভূপরিস্থ পানির ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ সম্প্রসারণ" শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার এনডিসি

গত ২৮ জুন, বিএডিসি'র ডাবল লিফটিং প্রকল্পের উদ্যোগে সংস্থার কৃষি ভবনের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত সেমিনারে বক্তারা সেচ ব্যবস্থাপনায় ভূপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার এনডিসি। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ডাবল লিফটিং প্রকল্পের পরিচালক জনাব মোঃ ইয়াছিন আলী সরকার। স্বাগত বক্তব্য রাখেন নির্বাহী প্রকৌশলী (ডাবল লিফটিং প্রকল্প) জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (ভূ-উপরিস্থ সেচ) জনাব মোঃ আতাহার আলী। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন প্রধান প্রকৌশলী (ভূ-উপরিস্থ সেচ) জনাব মোঃ অলিউর রহমান। এছাড়াও বিএডিসির উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন। বর্তমান দেশের আবাদি জমির পরিমান প্রায় ৭.৫৬ মিলিয়ন হেক্টর, মোট সেচযোগ্য জমির পরিমান ৬.৮ মিলিয়ন হেক্টর যার মধ্যে মাত্র ৩.১২ মিলিয়ন হেক্টর সেচের আওতায় এসেছে অর্থাৎ আরো ৩.৬৮ মিলিয়ন হেক্টর জমি সেচের আওতায় আনা সম্ভব (বাংলা পিডিয়া)। বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বর্তমান সেচ দক্ষতা ৩০%। ভূপর্ভস্থ পানির দুষ্প্রাপ্যতা, পানির স্তর নীচে নেমে যাওয়া এবং উত্তোলন ব্যয় সাপেক্ষ হওয়ায় এবং পরিবেশের উপর বিরুপ প্রভাব ইত্যাদি বিবেচনায় নদীমাতৃক বাংলাদেশে ভূপরিস্থ পানির ব্যবহার অনেকটাই সহজলভ্য। এছাড়া বিদ্যমান সেচ ব্যবস্থাপনার অধিকতর উন্নয়নের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা ৩০% থেকে ৫০% উন্নয়ন করা সম্ভব হলেও আরো প্রায় আশি ভাগ সেচ যোগ্য জমি সেচের আওতায় আনা সম্ভব হবে। সে লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই

(বাকী অংশ ১০ এর পাতায়)

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ ইয়াছিন আলী সরকার

বিএডিসি'র চেয়ারম্যান পদে জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার এনডিসি এর যোগদান

মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার এনডিসি

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন মোতাবেক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার এনডিসি ০৯ জুন ২০১৪ তারিখ বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর চেয়ারম্যান পদে যোগদান করেছেন। ইতোপূর্বে তিনি ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৮৪ ব্যাচের বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের সদস্য হিসেবে তার কর্ম জীবন শুরু করেন। তিনি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষি অর্থনীতিতে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন এবং পরবর্তীতে কমনওয়েলথ বৃত্তি নিয়ে স্লোভেনিয়ার লুবলিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএ ডিগ্রী অর্জন করেন তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ৭টি। তিনি দেশে বিদেশে বিভিন্ন পর্যায়ে সরকারিভাবে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর প্রিয় বিষয় শিশু অধিকার, জেন্ডার, বাংলাদেশকে জানো এবং সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা।

আর্টেশিয়ান নলকূপ ব্যবহার করে সেচ এলাকা সম্প্রসারণ শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গত ৩০ জুন ২০১৪ প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) বিএডিসি দপ্তরে "Workshop on Expansion of Irrigated Area by Utilizing Artesian Well" শীর্ষক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় জানানো হয় যে, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও শেরপুর জেলায় "আর্টেশিয়ান নলকূপ ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ সম্প্রসারণ কর্মসূচি" এর আওতায় ৩৫০টি আর্টেশিয়ান নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে। এতে প্রায় ৮৫০ হেক্টর অনাবাদী জমি চাষের আওতায় এসেছে। কর্মসূচি পরিচালক জনাব মোহাম্মদ নূরনবী জানান, আর্টেশিয়ান নলকূপে কোন জ্বালানী ইঞ্জিন, মটর প্রয়োজন হয় না। খননের পর কোন খরচ না লাগায় এই নলকূপ সেচের কাজে কৃষকদের নিকট বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। কর্মশালায় আলোচকগণ দেশে আর্টেশিয়ান নলকূপের মাধ্যমে সেচ সম্প্রসারণের অনেক সম্ভাবনা রয়েছে মর্মে মত প্রকাশ করেন।

আর্টেশিয়ান নলকূপ ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ এলাকা সম্প্রসারণ শীর্ষক কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ আতাহার আলী। ছবিতে সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মোঃ মাহফুজুল হক ও প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ খলিলুর রহমানকে দেখা যাচ্ছে

আলোচক মনে করেন চট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলের পাহাড়ী ও ভ্যালী এলাকায় আর্টেশিয়ান নলকূপ ব্যবহার করে আরো প্রায় ৪০-৫০ হাজার হেক্টর জমি চাষের আওতায় আনা সম্ভব। কর্মশালায় সকলে কর্মসূচিটি অব্যাহত রাখার বিষয়ে মত প্রকাশ করে। উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে জনাব মোঃ আতাহার আলী, সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) ও বিশেষ অতিথি হিসেবে জনাব মোহাম্মদ মাহফুজুল হক, সদস্য পরিচালক (অর্থ) উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ খলিলুর রহমান প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ)।

কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন কর্মসূচি পরিচালক মোহাম্মদ নূরনবী

সেচ কাজে ভূপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ

(৯ এর পাতার পর)

(ক) প্রবাহমান নদী বা প্রাকৃতিক জলাধার থেকে ডাবল লিফটিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে ৪২৫টি ৫কি: ল্যান্ড বেইজড পাম্প পরিচালনার মাধ্যমে এবং ১১৫টি ভাসমান পাম্পপরিচালনার মাধ্যমে ৬৪২২০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করে অতিরিক্ত ১৬০৫৫০.৫০ মে:টন খাদ্য শষ্য উৎপাদন করা (খ) সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি ও ইভাপ্যাপ কমানোর লক্ষ্যে অন ফার্ম ওয়াটার ম্যানেজম্যান্ট টেকনোলজি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন সেচঅবকাঠামো যেমন- ৩০৯টি ডি:বক্স, ১৭৪.৫০কি:মি: পাকা সেচনালা, ১৬০টি টার্ন আউট, ৫২টি হ্যুম,২৯০টি পাইপ কালভার্ট ও ১৪টি সাবমার্জড ওয়্যার বা ক্রসড্যাম নির্মাণসহ ৫৬ কি:মি: সংযোগ খাল পুনঃখনন করা এবং (গ) প্রকল্পের আওতাভুক্ত ৩৫০০জন সেচযন্ত্রের গ্রুপ ম্যানেজার, পাম্পচালক ও ফিল্ডম্যানকে কার্যকর প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে আত্ম কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচন এর লক্ষ্যে "ডাবল লিফটিং এর মাধ্যমে ভূ-পরিস্থ পানির সাহায্যে সেচ সম্প্রসারণ (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পটি বিগত জুলাই-২০০৯ তারিখ থেকে জুন ২০১৪ পর্যন্ত মেয়াদ মোট ৯৬৪৮.৯০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য বিগত ২৯ অক্টোবর ২০০৯ তারিখ একনেক কর্তৃক অনুমোদন করা হয়। সময়ের পরিক্রমায় সাফল্যজনকভাবে প্রকল্পটি ৭টি বিভাগের ৩২টি জেলার ৯৪টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

চীনের Beijing IWHR Corporation এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর

মিছাখালী রাবার ড্যাম উপ-প্রকল্পের রাবার ব্যাগ সরবরাহের জন্য চীনের Beijing IWHR Corporation Beijing (BIC) এর সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। গত ১৪ এপ্রিল ২০১৪ তারিখে চীনের বেইজিং এ অনুষ্ঠিত সরকারি প্রতিষ্ঠান Beijing Institute of Water and Hydro-power Research (IWHR) Corporation এর সাথে রাবার ব্যাগ ক্রয়ের চুক্তি স্বাক্ষর করেন রাবার ড্যাম প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ হাফিজ উল্লাহ চৌধুরী। এ সময় সংস্থার সচিব জনাব মোঃ দেলওয়ার হোসেন উপস্থিত ছিলেন। বিএডিসি কর্তৃক "খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সুনামগঞ্জ জেলার বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় মিছাখালী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ করা হচ্ছে। নির্মাণ কাজের জন্য ইতোমধ্যে ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়েছে। হট রোলড স্টীল শীট পাইল সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে চীন হতে সংগ্রহ করা হয়েছে। বর্ষার পর পরই নির্মাণ কাজ শুরু হবে। সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে। উক্ত রাবার ড্যামের অন্যতম উপাদান রাবার ব্যাগ ক্রয়ের জন্য সংস্থার সচিব জনাব মোঃ দেলওয়ার হোসেন ও রাবার ড্যাম প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ হাফিজ উল্লাহ চৌধুরী সম্প্রতি চীন সফর করেন। তারা রাবার ব্যাগ সরবরাহের জন্য চীনের সরকারি প্রতিষ্ঠান Beijing IWHR Corporation (BIC) এর সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। BIC সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বিএডিসি'র পক্ষে রাবার ড্যাম প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ হাফিজ উল্লাহ চৌধুরী এবং Beijing IWHR Corporation (BIC) এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক Mr. Chen Yan চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এ সময় বিএডিসি'র সচিব জনাব মোঃ দেলওয়ার হোসেন এবং চীনের Beijing

চীনের বেইজিং IWHR Corporation (BIC) এর সঙ্গে রাবার ব্যাগ ক্রয়ের চুক্তি স্বাক্ষর করেন বিএডিসি'র পক্ষে জনাব মোঃ হাফিজ উল্লাহ চৌধুরী

IWHR Corporation (BIC) এর কর্মকর্তা Zhao Tongxin, Zhao Yuefen, Feng Zhiyang, Liu Jie, Gen Yehan, Dou Liwei I Huang Yuyun উপস্থিত ছিলেন। আশা করা যায় জুন ২০১৪ মাসের মাঝামাঝি সময়ে রাবার ব্যাগগুলো বাংলাদেশে সরবরাহ করার জন্য জাহাজীকরণ সম্পন্ন হবে। বিএডিসি ২০০৯ সনে রাবার ড্যাম নির্মাণ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হয়। "খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প" শীর্ষক একটি প্রকল্পের মাধ্যমে সেচের পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি ও গ্রাভিটি ফ্লো পদ্ধতিতে সেচ প্রদানের জন্য ইতোমধ্যে দুইটি রাবার ড্যাম নির্মাণ করে চালু করেছে। একটি ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট উপজেলার প্রবাহমান মেনং ছড়ায় ৩০ মিটার দৈর্ঘ্য ও ৪.৫০ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট এবং অপরটি সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলার প্রবাহমান সোনাই নদীতে ৫০ মিটার দৈর্ঘ্য ও ৪ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট। একই প্রকল্পের আওতায় বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার মিছাখালী রাবার ড্যামের নির্মাণ কাজ হাতে নেয়া হয়। বিশ্বম্ভরপুরের মিছাখালী নদীতে নির্মাণাধীন রাবার ড্যাম এর দৈর্ঘ্য ২২০মিটার। এটি বাংলাদেশের সর্ব বৃহৎ রাবার ড্যাম। মিছাখালী নদী রাবার ড্যাম আগাম পাহাড়ি ঢল জলোচ্ছাস থেকে আনুমানিক হাওরের ৭০০০ হেক্টর জমির বোরো ফসল রক্ষা করবে।

অন্যদিকে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের অর্থায়নে "জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলা ও খাদ্য নিরাপত্তার জন্য চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া উপজেলায় রাবার ড্যাম নির্মাণের মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন" শীর্ষক একটি প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া উপজেলায় দু'টি রাবার ড্যাম নির্মাণ করা হয়েছে। পারুয়া ইউনিয়নের ইছামতি নদীতে ৬২ মিটার দৈর্ঘ্য ও ৪.৫০ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট এবং পদুয়া ইউনিয়নের শিলক খালে ৪০ মিটার দৈর্ঘ্য ও ৪.৫০ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট দুটি রাবার ড্যাম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। আলোচ্য রাবার ড্যাম দুইটি শুষ্ক মৌসুমে পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি এবং ১৫০০ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদানে ব্যবহৃত হবে। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের অর্থায়নে "জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুকি মোকাবেলায় শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী উপজেলাধীন চেল্লাখালী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণের মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন প্রকল্প" শীর্ষক আরেকটি প্রকল্পের আওতায় শেরপুর জেলার চেল্লাখালী নদীতে বিএডিসি কর্তৃক রাবার ড্যাম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। নির্মাণের প্রায় সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে। এ রাবার ড্যামটির নির্মাণ কাজ আগামী বর্ষার পর পরই শুরু করা হবে। ভূপরিস্থ পানি সংরক্ষণ ও সেচ প্রদানের নিমিত্ত নালিতাবাড়ী ঝিনাইগাতি সড়কের সন্ন্যাসীভিটা সেতু সংলগ্ন চেল্লাখালী নদীতে ৪৫ মিটার দৈর্ঘ্য ও ৪.৫০ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট রাবার ড্যাম বাস্তবায়ন করা হবে এবং অতিরিক্ত ৫০০ হেক্টর জমি সেচের আওতায় আনবে।

পূর্বাঞ্চলীয় সমন্বিত সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের (২য় পর্যায়) ২০১৩-১৪ সনের অগ্রগতি

প্রকৌঃ মাহবুব মুনীর
প্রকল্প পরিচালক, পূসেসেএউপ্র, বিএডিসি, কুমিল্লা

বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলীয় আটটি জেলা-কুমিল্লা, চাঁদপুর, বি-বাড়িয়া, নোয়াখালী, ফেনী, লক্ষীপুর, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার নিয়ে গঠিত পূর্বাঞ্চলীয় সমন্বিত সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। ১০,১০২ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা বর্ধিত করে, ২৪,২৮০ মেট্রিক টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদনের লক্ষমাত্রা নিয়ে জুলাই ২০১২ ইং সালে শুরু হয় প্রকল্পের ২য় পর্যায়, যার বাস্তবায়নকাল জুন ২০১৭ইং সাল পর্যন্ত। প্রকল্পের মোট বরাদ্দ ১০২ কোটি টাকা হলেও প্রথম অর্থবৎসরে (২০১২-১৩) ভৌত ও অভৌত মোট ব্যায়ের পরিমাণ মাত্র ৩,৬৯,৮৭,০০০ টাকা। প্রথম বৎসরে ৩টি হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার ছাড়া উল্লেখযোগ্য কোন ভৌত কাজ করা না হলেও, অফিস পরিচালনার সুবিধার্থে ক্রয় করা হয়েছে ৪টি ল্যাপটপসহ মোট ৯টি কম্পিউটার, ফটোকপিয়ার, ফ্যাক্স মেশিন, ফার্নিচার ইত্যাদি। তাছাড়া ১টি জীপ গাড়ি ও ৪টি পিক আপ ক্রয় ছিল প্রথম বৎসরের উল্লেখযোগ্য ব্যয় খাত। প্রকল্পের ২য় বৎসরের (২০১৩-১৪) মূল বরাদ্দ ২৩ কোটি টাকা যার সিংহভাগই ভৌত কাজে ব্যয়ের জন্য নির্ধারিত। চলতি বৎসরে ১০৪ কিঃমিঃ খাল পুনঃখনন এর লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও বর্তমানে সমাপ্ত হয়েছে ৯২ কিঃমিঃ। তবে অবশিষ্ট কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে। তেমনি, এ বৎসরে ফোর্সমোড নলকূপ স্থাপনে লক্ষমাত্রার ২১টির মধ্যে ১৮টি নলকূপ ইতিমধ্যে স্থাপন করা হয়েছে। ফসলকে বৃষ্টিজনিত বণ্যার হাত থেকে রক্ষা করতে কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলায় নির্মাণ করা হয়েছে লক্ষ্যমাত্রার ৫ কিঃমিঃ বেড়ী বাঁধ। প্রকল্পাধীন জেলাগুলোর বিভিন্ন উপজেলায় নির্মাণ করা হয়েছে ছোট-বড় মোট ৬২টি হাইড্রলিক স্ট্রাকচার। লক্ষ্যমাত্রা পূরণের লক্ষ্যে আরও ১০টি হাইড্রলিক স্ট্রাকচার বর্তমানে নির্মাণাধীন রয়েছে। সেচের পানির অপচয় রোধে ফোর্সমোড নলকূপ ২১টি এবং লো-লিফট পাম্প ১৩টি নির্মাণ কাজ প্রায় সমাপ্তির হয়ে রয়েছে।৩টি ইউনিট অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে আছে। সেচযন্ত্র বিষয়ক কারিগরী জ্ঞান ও সেচ দক্ষতার অভাবে প্রতি বৎসরে অপচয় হয় দেশের কোটি কোটি টাকা। আর তাই প্রকল্পের চলতি বৎসরে বাজট বরাদ্দ রখা হয়েছিল সেচযন্ত্রের মালিক/ ম্যানেজার/ ফিল্ডম্যান দের প্রশিক্ষণে (০৮ ব্যাচ) এবং কৃষক প্রশিক্ষণে (১৭ ব্যাচ)। প্রশিক্ষণ কাজ অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। অপরদিকে, কর্মকর্তাদের কৃষি ও সেচ বিষয়ক উন্নত জ্ঞান বৃদ্ধির লক্ষে ২১ জন কর্মকর্তার বৈদেশিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রকল্পের পক্ষ থেকে বিএডিসি, কুমিল্লা ক্যাম্পাসে ১টি অতিথি ভবন নির্মাণ কাজ চলছে। অতিথি ভবনে ৫টি উন্নত মানের কক্ষের সংস্থান থাকবে। প্রতিটি কাজের গুণগতমান রক্ষার জন্য প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ তৎপরতা অব্যহত রয়েছে। আগামী সেচ মৌসুমে প্রকল্পের কার্যক্রম FMTW স্থাপন, বাড়িত পাইপ স্থাপন, খাল পুনঃখনন, বেড়ী বাঁধ ও ছোট, মাঝারী ও বড় স্ট্রাকচার নির্মাণের ফলাফল মাঠ পর্যায়ে দৃশ্যমান হবে। অতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদন শুরু হবে। প্রকল্পটির সময়কাল জুন ২০১৭ পর্যন্ত চলবে। বাকী কার্যক্রম গুলি সম্পন্ন করা হলে পূর্বাঞ্চল তথা বৃহত্তর কুমিল্লা, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলার ১০,০০০ হেক্টর জমি সেচ সুবিধার আওতায় আসবে এবং ২৫,০০০ মেঃ টন অতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদন হবে।

প্রশিক্ষণের গুরুত্ব ও বিএডিসিতে এর মূল্যায়ণ

ড. মো শাফায়েত হোসনে, উপব্যবস্থাপক(বীপ্রস), বিএডিসি, ঢাকা

প্রশিক্ষণ হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যা জ্ঞান, মনোভাব এবং দক্ষতার গঠনমূলক পরিবর্তনের মাধ্যমে ব্যক্তি বিশেষের বর্তমান স্তর এবং প্রত্যাশিত স্তর এর মধ্যকার ফাঁকসমূহ সুপরিকল্পিতভাবে পূরণ করে থাকে বিশেষজ্ঞগণ এর মতে প্রশিক্ষণ হলো জ্ঞান, মনোভাব, দক্ষতা এবং অভ্যাসের গঠনমূলক ইতিবাচক পরিবর্তন প্রক্রিয়া অন্য কথায় প্রশিক্ষণ হলে কাঙ্খিত আচরণ অর্জনের জন্য জ্ঞান, দক্ষতা ও মনোভাবের পরিবর্তন আনা এ প্রেক্ষিতে বলা যায় কোন নির্দিষ্ট কাজকে সফলভাবে করার জন্য যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জ্ঞান, দক্ষতা, মনোভাবের ধনাত্মক ও গঠনমূলক পরিবর্তনের জন্য পারস্পরিক ক্রিয় প্রতিক্রিয় ঘটে সে প্রক্রিয়াই প্রশিক্ষণ কাজেই কোন প্রশিক্ষণ ক্যারিকুলাম তৈরী করার সময় ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টিতে অবদান রাখতে পারে এ সম্পর্কিত বিষয়গুলো খুবই গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা উচিত। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ব্যক্তি বিশেষ স্তর ওপর অর্পিত দায়িত্ব সুচারুরূপে সঠিক উপায়ে সম্পন্ন করে দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে। সনাতনী পাঠদান পদ্ধতিতে(Traditional Approach) অংশগ্রহণকারীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষকের একক প্রচেষ্টা থাকে যেখানে যোগাযোগ হয় একমুখী। পক্ষান্তরে, অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে (Participatory Approach) অংশগ্রহণকারীরা মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকেন এবং দ্বিমুখী যোগাযোগের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম হয় বেশ ফলপ্রসূ। তাই এ প্রক্রিয়ায় প্রশিক্ষনার্থীরা তাদের সুপ্ত প্রতিভাগুলো আবিষ্কার করে সৃজনশীল প্রক্রিয়ায় আত্ম-উন্নয়ন ঘটিয়ে দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে। এভাবে প্রশিক্ষিত কর্মকর্তা/কর্মচারীরা স্বীয় প্রতিষ্ঠান তথা গোটা সমাজকে ক্রমান্বয়ে সফলতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। এ সফলতা একজন কর্মকর্তার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয়। বস্তুতঃ কর্মক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার মতো সাহসী ও আত্মপ্রত্যয়ী কর্মী যে কোন সংগঠনের জন্যই অমূল্য সম্পদ। একমাত্র প্রশিক্ষিত কর্মী বাহিনীই পারে সংগঠনের উত্তরোত্তর সফলতা বয়ে আনতে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তির পেশাগত সফলতা প্রাপ্তির সাথে সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত, পেশাগত জীবন ছাড়াও পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে যার প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে। এভাবে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একদিকে যেমন আমরা নিজেকে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারি, অন্যদিকে আমরা উন্নয়নের অনুঘটক হিসেবেও সমাজ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারি চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ (In-Service Training) কর্মকর্তা/কর্মচারীর পেশাগত মান উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণকে আবার ৫(পাঁচ) ক্যাটাগরীতে ভাগ করা যায়-যেমন ১. ইনডাকশন/অরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ(Induction/Orientation Training) ২. ফাউন্ডেশন প্রশিক্ষণ(Foundation Training) ৩. নিয়মিত প্রশিক্ষণ(On the Job Training) ৪. রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণ(Refreshers Training) ৫. কেরিয়ার উন্নয়ন প্রশিক্ষণ(Career development Training). প্রশিক্ষণ পেশাগত মান উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে অর্থাৎ এক কথায় বলা যায় বর্তমান যুগে প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই, হোক তা স্বল্প বা দীর্ঘমেয়াদী। এ উপলব্ধি থেকে সরকারি-বেসরকারি প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানে বা সকল পেশায় পেশাগত মান উন্নয়নের জন্য স্বতন্ত্র প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে এমনকি অনেক প্রতিষ্ঠানে সৃষ্টি হয়েছে মানব সম্পদ উন্নয়ন সেল/বিভাগ(HRD Cell) যার অন্যতম কাজই হচ্ছে দেশে-বিদেশে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এর মাধ্যমে প্রশিক্ষিত কর্মীবাহিনী তৈরী করা এখানে কয়েকটি পেশার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে যেমন বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে "বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন"(UGC), নার্সভুক্ত ১০টি কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট এর বিজ্ঞানীদের জন্য বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল(BARC) কুমিল্লার বার্ড এ নিয়মিত প্রশিক্ষণের আয়োজন করে আসছে যদিও প্রতিটি কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউটে নিজস্ব প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে ব্যাংকারদের জন্য রয়েছে

(বাকী অংশ 18 এর পাতায়)

প্রশিক্ষণের গুরুত্ব ও বিএডিসিতে এর মূল্যায়ন

(১৩ পাতা এর পর)

বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (BIBM), বিসিএস ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাদের জন্য স্বতন্ত্র প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকলেও সকল ক্যাডার কর্মকর্তার Foundation ট্রেনিং এর জন্য রয়েছে সাভারে অবস্থিত বাংলাদেশ জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (BPATC), বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের জন্য বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমী (BCSAA) বিসিএস(অর্থনীতি) কর্মকর্তাদের জন্য রয়েছে জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি (NAPD)। গাজীপুরস্থ CERDI (Central Extension Resources Development Institute) কে কৃষি বিষয়ক জাতীয় প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান হিসেবে NATA (National Agricultural Training Academy) নামে একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে গঠনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তাছাড়া জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন বিষয়ে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী কোর্স/প্রশিক্ষণের জন্য রয়েছে বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট(BIM)। এখন আসা যাক বিএডিসির কথায়। কৃষিতে তথা জাতীয় অর্থনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে যে প্রতিষ্ঠানটি তার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেশাগত উৎকর্ষ সাধনের জন্য আবশ্যকীয় প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে গুরুত্ব দেয়া একান্ত প্রয়োজন। বৃহৎ আকারের বিএডিসির জন্য টাঙ্গাইলের মধুপুরে ১৯৬৮ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল "বিএডিসি ট্রেনিং ইন্সটিটিউট"। শুরুতে প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য Foundation ট্রেনিং ছিল আবশ্যক, তাছাড়াও রিফ্রেসার্স কোর্সসহ বিভিন্ন ধরণের ট্রেনিং প্রোগ্রাম নিয়মিতভাবে চলতো। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের এ ধারা ১৯৬৯ সাল থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। বিভিন্ন কারণে সংস্থাটির কার্যক্রম সংকুচিত হলে ট্রেনিং ইন্সটিটিউট এর কার্যক্রমও থেমে যায়। আশার কথা দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে বন্ধ হয়ে পড়ে থাকা ট্রেনিং ইন্সটিটিউট এর কার্যক্রম ২০০৭-০৮ থেকে পুনরায় চালু হয়। ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি ব্যাচের বুনিয়াদি/ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু জানা যায় পর্যাপ্ত অর্থের অভাবে নিয়মিতভাবে ট্রেনিং কার্যক্রম পরিচালনা করা কঠিন হয়ে পড়েছে। বিএডিসিতে এমন অনেক কর্মকর্তা রয়েছে যাদের চাকুরী ১৬-১৭ বছর অতিক্রান্ত হলেও তারা ট্রেনিং ইন্সটিটিউটটিতে Foundation ট্রেনিং বা অন্য কোন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেননি। অনেক কর্মকর্তার ইচ্ছা থাকার পরও কাজের অজুহাতে কর্মকর্তা মনোনয়নে কার্পণ্য করা হয় যা প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্থ করে। ট্রেনিং ইন্সটিটিউট ছাড়াও বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণে যাতে বিএডিসির কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ অংশগ্রহণ করতে পারে এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলকে উদ্যোগী হতে হবে। উল্লেখ্য যে, সরকারের নিকট দাখিলকৃত বিএডিসি পুনঃগঠন সংক্রান্ত বিষয়ে কমিটির সদস্যবৃন্দ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি পরিচালনার জন্য পৃথক কর্মসূচি গ্রহণ আবশ্যক বলে সুপারিশ করেছেন। এমতাবস্থায় বিএডিসিতে দক্ষ, যোগ্য, যুগোপযোগী ও সৃজনশীল কর্মী তৈরী করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্তে কিছু

সুপারিশমালাঃ

১. "বিএডিসি ট্রেনিং ইন্সটিটিউট" এর স্থাপনাসমূহ সংশোধনসহ আধুনিকায়নের উদ্যোগ নেয়া ;

২. প্রশিক্ষণের জন্য বাজেটে পর্যাপ্ত অর্থের সংস্থান রাখা ;

৩. বছর ভিত্তিক প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য ৫ বছর মেয়াদী একটি কর্মসূচি গ্রহণ করা ;

৪. পদাধিকার বলে মনোনয়ন না দিয়ে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রশিক্ষক/রিসোর্স পারসন মনোনয়ন দেয়া ; ও

৫. রিসোর্স পারসন/প্রশিক্ষক হিসেবে আনুপাতিকহারে বাহিরের কর্মকর্তাদের আনার ব্যবস্থা করা প্রয়োজনে বহিরাগত প্রশিক্ষকদের জন্য সম্মানির পরিমান বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা।

২০১৪-১৫ মৌসুমে ২৯২০ মে.টন আমন বীজের বরাদ্দ

চলতি মৌসুমে বেসরকারি বীজ উৎপাদক/চাষীদের বীজ উৎপাদনের জন্য আঞ্চলিক বীজ গুদাম হতে উৎপাদনকারী/চাষী/ কোম্পানির বিপরীতে বরাদ্দ প্রদানের জন্য মোট ২৯২০.২০ মে.টন ভিত্তি শ্রেণির আমন বীজের অঞ্চলওয়ারী বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

ক্রঃ নং	অঞ্চলের নাম	পরিমাণ মেঃ টন
১	ঢাকা	১৫৭.৪
২	ময়মনসিংহ	১৩৪.৭
৩	জামালপুর	২০৭.১
৪	কিশোরগঞ্জ	১০০.২
৫	টাঙ্গাইল	৯৯.৫
৬	ফরিদপুর	৯৭.৫
৭	চট্টগ্রাম	৪৮.৫
৮	নোয়াখালী	৮৩.৩
৯	কুমিল্লা	১১৭.৫
১০	সিলেট	১০৪
১১	রাজশাহী	১৭০.৫
১২	পাবনা	৫২
১৩	বগুড়া	১৫৮
১৪	রংপুর	১৯৮.৫
১৫	দিনাজপুর	১১২.৫
১৬	খুলনা	৪২৮.৯
১৭	যশোর	২২২
১৮	কুষ্টিয়া	২৪৮
১৯	বরিশাল	১১২.৫
২০	পটুয়াখালী	৩৬
	মোটঃ-	২৯২০.২

ভাল বীজে ভাল ফসল

চলতি মৌসুমে আপৎকালীন মজুদের জন্য সংরক্ষিত আমন ধান বীজের অঞ্চলওয়ারী বরাদ্দ সূচি

চলতি ২০১৪-১৫ আমন ধান বীজ বিতরণ মৌসুমে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ক্রমে সংস্থার আপৎকালীন মজুদ ও তার ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি এর মাধ্যমে উৎপাদিত ও সংরক্ষিত বিভিন্ন জাতের ১৩০০.০৭ মে. টন মানঘোষিত শ্রেণির আমন ধান বীজের অঞ্চলওয়ারী বিতরণ কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে।

ক্রঃ নং	অঞ্চলের নাম	পরিমাণ মেঃ টন
১	ঢাকা	৩০.১১
২	ময়মনসিংহ	৫৫
৩	জামালপুর	৭৫
৪	কিশোরগঞ্জ	৭৫.৭৫
৫	টাঙ্গাইল	২৫
৬	ফরিদপুর	৬৫
৭	চট্টগ্রাম	৩৮
৮	নোয়াখালী	১২৭.২৫
৯	কুমিল্লা	১৩৭.৫০
১০	সিলেট	১১২.৫০
১১	রাজশাহী	৭
১২	পাবনা	৭
১৩	বগুড়া	১০
১৪	রংপুর	১০
১৫	দিনাজপুর	৩০.৮২
১৬	খুলনা	৩৩৪.৪৫
১৭	যশোর	৬৫
১৮	কুষ্টিয়া	৩৫
১৯	বরিশাল	৪০
২০	পটুয়াখালী	১০
	মোটঃ-	১৩০০.০৭

মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বীজ প্রযুক্তি বিষয়ক স্নাতকোত্তর সার্টিফিকেট কোর্স শুরু

কৃষিবিদ মুহাঃ আজহারুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক, মবীসবৃ প্রকল্প, পিএমইউ, বিএডিসি, ঢাকা

বীজ প্রযুক্তির কার্যকরী প্রয়োগ ছাড়া ভাল বীজ সরবরাহ এবং ব্যবহার বৃদ্ধি সম্ভব নয়। প্রজননবিদ কর্তৃক একটি জাত উদ্ভাবনের পর তা ছাড় করলেই কেবল ব্যবহার উপযোগী হয়। জাত মূল্যায়ণ, ছাড়করণ, জাত সংরক্ষণ, মৌল বীজ সরবরাহ, মৌল বীজ ধাপে ধাপে (মৌল বীজ, ভিত্তি বীজ, প্রত্যয়িত বীজ) পরিবর্ধন, বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ, বীজ মান ও বীজ মান নিশ্চিতকরণ-মাঠ পরিদর্শন, বীজ পরীক্ষণ: বীজ বিপণন, বীজ ব্যবসা এসব বিষয় বীজ প্রযুক্তির অন্তর্গত।

আমাদের দেশে বীজ প্রযুক্তি কাঠামোগত শিক্ষার অভাব রয়েছে, যার জন্য বীজ সরবরাহ ব্যবস্থায় বীজ প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার ব্যাহত হচ্ছে। এ জন্য বীজ প্রযুক্তির ওপর কাঠামোগত শিক্ষা প্রদানের নিমিত্তে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহায়তায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের বীজ উইং এর উদ্যোগে এ কোর্সটি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা নেয়া হয়ে আসছে। এতে করে এ কোর্স সমাপনকারী বীজ ব্যবস্থাপনার সঠিকভাবে অংশগ্রহণ করতে পারছে এবং বীজ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি দৃঢ় হচ্ছে।

আইডিবি সহায়তাপুষ্ট 'মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ' প্রকল্প' এর আওতায় বীজ প্রযুক্তি বিষয়ক স্নাতকোত্তর সার্টিফিকেট কোর্স বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, শালনা, গাজীপুরে শুরু করা হয়েছে। কোর্সে বীজ ব্যবস্থাপনার কর্মরত বিএডিসি, ব্রি, বারি, ডিএই, বিজেআরআই, সিডিবি এবং বেসরকারি বীজ কোম্পানীর ২০ জন কৃষি স্নাতকধারী কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করছেন। কোর্সটি ৩ (তিন) মাস ধরে চলবে এবং বীজ প্রযুক্তির অন্তর্গত সব বিষয়ে কাঠামোগতভাবে বিন্যস্ত করে শিক্ষা দেয়া হবে। ৩ (তিন) মাসে মোট ৩০০ (তিনশত) ঘন্টা ক্লাশ হবে। তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক বিষয়ে ক্লাশ নেয়া হবে। প্রতি সপ্তাহে পরীক্ষা নেয়া হবে। বীজ সংরক্ষণ বিষয়ক গবেষণা করে একটি থিসিস জমা দিতে হবে। সন্তোষজনকভাবে কোর্স সমাপনকারীকে বিশ্ববিদ্যালয় হতে সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে।

কোর্সটি ১৩ এপ্রিল, ২০১৪ তারিখে উদ্বোধন করা হয়। মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ মোঃ আজহারুল ইসলাম স্বাগত ভাষণে বলেন যে, কোর্সটি ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তিনি অধ্যয়ন শেষে আহরিত জ্ঞান বীজ ব্যবস্থাপনা কাজে লাগানোর আহ্বান জানান। প্রধান অতিথি ইআরডি'র অতিরিক্ত সচিব জনাব কাজী শফিকুল আযম খণ্ড গ্রহণের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন এবং এ ধরণের একটি কোর্সে ঋণের ব্যবহার অত্যন্ত ফলপ্রসু হবে বলে আশা করেন। বিশেষ অতিথি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মাহবুবুর রহমান বীজ প্রযুক্তি বিষয়ক কোর্সের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন এবং তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পৃক্ততার জন্য সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। তিনি জানান তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে বীজ প্রযুক্তি বিষয়ে এমএসসি ও পিএইচডি প্রদান করা হয় এবং তিনি বীজ প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট স্থাপনের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করছেন। মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের সীড সাপ্লাই এ্যান্ড মনিটরিং এক্সপার্ট ড. মোঃ নজমুল হুদা কোর্সের উদ্দেশ্য এবং বাস্তবায়নের বিষয়ে আলোচনা করেন। প্রফেসর ড. ময়নুল হক সভাপতির ভাষণে বলেন এটি এ বিশ্ববিদ্যালয়টিতে অনুষ্ঠিত ১৩তম কোর্স। তিনি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং কোর্সটি সঠিকভাবে সমাপনের জন্য সহযোগিতা কামনা করেন।

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে বিএডিসি'র ৯৮৭,৭৮৭ মে: টন সার বিতরণ

গত ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বিএডিসি সারা দেশে কৃষক পর্যায় ৯৮৭৭৮৭.০০ মেঃটন ইউরিয়া সার বিতরণ করেছে। মেট বরাদ্দ ছিল ১,২৭৯,৩৮৩.৩১৪ মেঃটন। বরাদ্দকৃত সারের মধ্যে টিএসপি ৩৫৪,৮২৮.০১২ মেঃটন, এমওপি ৩০৫,৭৯৫.৭৯২ মেঃটন ও ডিএপি ২১৮,৭৫৯.৪৪০ মেঃটন। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে বিএডিসি ৭১৯,৯৪৬.০০ মেঃটন সার বিদেশ থেকে আমদানি করেছে। ০১ জুলাই ২০১৪ তারিখে মজুদ সারের পরিমাণ ৩০২,৫৬৫.০০ মেঃটন। সংস্থার সার ব্যবস্থাপনা বিভাগ থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

শ্রাবণ-ভাদ্র মাসের কৃষি

ড. নাজমুল ইসলাম, উপপরিচালক (ডাল ও তৈল বীজ)

শ্রাবণ মাসে কৃষিতে করণীয় :

অবিরাম বৃষ্টিতে আমন লাগানোর ধুম, আউসের যত্ন, পাটের পরিচর্যা, বৃক্ষ রোপণ এমনি হাজারো কাজ নিয়ে শুরু হলো শ্রাবণ মাস। আসুন চাষী ভাইয়েরা, জেনে নিন এ মাসের কাজগুলো।

ধান :

শ্রাবণ মাস আমনের চারা লাগানোর সেরা মৌসুম। একই জমিতে সময় মত রবি ফসলের চাষ করতে চাইলে এ মাসের মধ্যে আমন রোপণ শেষ করতে হবে। চারার বয়স জাতভেদে ২৫-৩৫ দিনের হলে ভাল হয়। আমনের উচ্চ ফলনশীল জাতের মধ্যে বিআর-১০, বিআর-১১, ব্রিধান-৩০, ব্রিধান-৩১, ব্রিধান-৩৪, ব্রিধান-৪১, ব্রিধান-৪৪, ব্রিধান-৪৬, ব্রিধান-৪৯, বিনাধান ৭, ভাল ফলন দেয়। চারা রোপণের পূর্বে জমির উর্বরতার ধরণ বুঝে সার নির্দেশিকা অনুসরণ করে কিংবা ব্লক সুপারভাইজারের নির্দেশনা নিয়ে সুষম সার প্রয়োগ করতে হবে। উফশী আমন ধানের জন্য সারের সাধারণ মাত্রা হচ্ছে একর প্রতি ইউরিয়া টিএসপি, এমওপি, জিপসাম, দস্তা= ৭০ ঃ ২৩ ঃ ৩২ ঃ১৮ ঃ ২। ইউরিয়া ছাড়া বাকী সব সার রোপণের পূর্বে জমিতে মিশিয়ে দিতে হবে নাবী জাতের আমনের বীজতলা এ মাসেই করতে হবে। শ্রাবণেই আউস ধান পাকা শুরু হয়। প্রায় প্রতিদিন বৃষ্টি হয় বলে সময় বুঝে আউস কেটে দ্রুত মাড়াই-ঝাড়াই করে শুকিয়ে নিন।

পাট :

পাট গাছের বয়স চার মাস হলেই পাট কাটা শুরু করা যেতে পারে। পাট কেটে চিকন ও মোটা গাছ আলাদা করে আটি বেঁধে গাছের গোড়া ৩/৪ দিন এক ফুট পানিতে ডুবিয়ে রাখার পর জাগ দিলে সুষমভাবে পাট পঁচে। বন্যার কারণে সরাসরি পাট গাছ হতে বীজ উৎপাদন সম্ভব না হলে পাট কাটার আগে পাটের ডগা কেটে তা উঁচু জায়গায় লাগিয়ে সহজেই বীজ উৎপাদন করা যায়। পাটের ডগার কান্ড ১৫-২২ সে.মি. করে কেটে কাঁদা করা জমিতে একটু কাত করে রোপণ করুন। তবে খেয়াল রাখুন যাতে প্রতি টুকরায় পাতাসহ ২/৩টি কুঁড়ি থাকে।

শাক-সবজি :

গ্রীষ্মকালীন সবজির গোড়ায় পানি জমে থাকাকালে নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নিন এবং গাছের গোড়ায় মাটি তুলে দিন। এ সময় সীমের বীজ লাগানো যায় তাছাড়া তাপসহনশীল মূলার বীজও এ মাসে রোপণ করা যায়।

বৃক্ষরোপণ :

আষাঢ় মাসের মত এ মাসেও বৃক্ষরোপণ চলছে। ফলজ বনজ ঔষধি গাছের চারা রোপণের ব্যবস্থা নিন। চারা কলম হতে হবে স্বাস্থ্যবান ও ভাল জাতের। চারা রোপণ করে গোড়াতে মাটি তুলে খুঁটির সাথে সোজা করে বেঁধে দিন। গরু-ছাগলের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য রোপণ করা চারার চারপাশে বেড়া দিন।

ভাদ্র মাসে কৃষিতে করণীয় :

ধান :

শ্রাবণ মাসে লাগানো আমন ধানের জমিতে অনুমোদিত মাত্রায় ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করুন। চারা লাগানো ১২-১৫ দিনের মধ্যে অর্থাৎ নতুন শেকড় গজানোর সাথে সাথে প্রথম কিস্তির ইউরিয়া প্রয়োগ করে আগাছা পরিষ্কার তথা মাটিতে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে এবং জমিতে পরবর্তীতে অল্প পরিমাণ পানি রাখতে হবে সার দেয়ার পর লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে জমির পানি বাইরে না যায়। ভাদ্র মাসে নাবী জাতের আমন ধান লাগানো শেষ করতে পারলে আশানুরূপ ফলন পাওয়া যায় নাবী জাতের উফশী আমন ধানের মধ্যে বিনাশাইল, বিআর-২২, বিআর-২৩, ব্রিধান-৪৬ অন্যতম।

পাট :

ভাদ্র মাসের মধ্যে পাট কাটা শেষ করলে আঁশের মান ভাল থাকে। পাটের আঁশ ছাড়িয়ে ভাল করে ধোঁয়ার পর ৪০ লিটার পানিতে এক কেজি তেঁতুল গুলে তাতে আঁশগুলো ৫-১০ মিনিট ডুবিয়ে রাখুন। এতে উজ্জল বর্ণের আঁশ পাওয়া যায়। নাবী পদ্ধতিতে পাটবীজ উৎপাদনের জন্য এখনই বীজ বপণের উপযুক্ত সময়।

ডাল ও তৈল :

এ মাসের মধ্যেই মুগ, মাসকলাই ও সয়াবিন বীজ বপণ করতে হবে। এ তিনটি ফসলই মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। মাঝেমধ্যে বৃষ্টি হয় বলে মাটিতে জো আসা মাত্রই বীজ রোপণ করতে হবে। বারিমুগ ৬, বিনামুগ ৫, বারিমাস ৩, বারি সয়াবিন ৬ উচ্চফলনশীল জাতের মধ্যে অন্যতম।

শাক-সবজি :

আগাম শীতকালীন সবজির চাষ করতে চাইলে এ মাসেই বীজতলা করতে হবে। অর্ধেক মিহি মাটি ও অর্ধেক পঁচা গোবর মিশিয়ে এক মিটার চওড়া দুই মিটার লম্বা বেড তৈরি করে তাতে বপণ করে মিহি মাটি দ্বারা ঢেকে দিতে হবে। বৃষ্টির তোড় হতে রক্ষার জন্য বেডের উপর ছাউনির ব্যবস্থা হবে।

সংরক্ষিত বীজ ও শস্য :

সংরক্ষিত বোরো বীজ, গম বীজ, ভুট্টা বীজ, ডাল ও তৈল বীজ, ভাদ্র মাসের রৌদ্রে শুকিয়ে পোকামুক্ত করে পুনরায় গোলাজাত করতে হবে। এতে বীজের গুণাগুন অক্ষুন্ন থাকে।

জাতীয় বৃক্ষ রোপণ পক্ষ-২০১৪ উপলক্ষে আ.কা.মু মিলকী অডিটোরিয়াম চত্বরে গাছের চারা রোপণ করছেন মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম এমপি। পাশে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি, কৃষি সচিব, বিএডিসি'র চেয়ারম্যান ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে

জাতীয় ফল প্রদর্শনী-২০১৪ উপলক্ষে বিএডিসি'র স্টল পরিদর্শন করছেন সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

বিএডিসি'র সেচ ভবনে জরিপ ও পরিবীক্ষণ প্রকল্পের উদ্যোগে "সেচ উন্নয়নে ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার" শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার এনডিসি

কিশোরগঞ্জে "বেসরকারি পর্যায়ে বীজ শিল্প উন্নয়নে বিএডিসি'র ভূমিকা" শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মোজাম্মেল হোসেন এনডিসি

জাতীয় বৃক্ষমেলা-২০১৪ উপলক্ষে বিএডিসি'র স্টল

জাতীয় ফল প্রদর্শনী-২০১৪ উপলক্ষে বিএডিসি'র স্টল

চিত্রে বিএডিসি'র কার্যক্রম

বিএডিসি'র সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এডিপি'র সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের একাংশ

বিএডিসি'র সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত সমন্বয় সভায় বক্তব্য রাখছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার এনডিসি

বিএডিসি'র সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এডিপি সভায় সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ-২০১৪ উপলক্ষে আয়োজিত জাতীয় সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম এমপি

ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ-২০১৪ উপলক্ষে আয়োজিত জাতীয় সেমিনারে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি

ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ-২০১৪ উপলক্ষে আয়োজিত জাতীয় সেমিনারে অংশগ্রহণকারী উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে

জাতীয় বৃক্ষমেলায় বিএডিসি'র স্টলে প্রদর্শিত করমচা

জাতীয় বৃক্ষমেলায় বিএডিসি'র স্টলে আমের চারা

জাতীয় বৃক্ষমেলায় বিএডিসি'র স্টলে প্রদর্শিত জামরুল

জাতীয় বৃক্ষমেলায় বিএডিসি'র স্টলে প্রদর্শিত ডালিম

জাতীয় ফল প্রদর্শনীতে বিএডিসি'র স্টলে অগ্নিশ্বর জাতের কলা ও ড্রাগন ফল

জাতীয় ফল প্রদর্শনীতে বিএডিসি'র স্টলে জাম

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর পক্ষে জনসংযোগ কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে জনসংযোগ বিভাগ, ৪৯-৫১, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ৯৫৫২২৫৬, ৯৫৫২৩১৬, ইমেইল : prdbadc@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.badc. gov.bd, এবং প্রিন্টোলাইন, ৫১, নয়াপল্টন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।